দামুড়হুদায় পাটের বাম্পারফলন, দাম নিয়ে শঙ্কিত কৃষক

করোনায় প্রণোদনা এবং একই সঙ্গে পর্যাপ্ত বৃষ্টির কারণে দামুড়হুদায় এবার পাটের বাম্পার ফলন হয়েছে। কিন্তু পাটের বাজার ভালো পাবেন কিনা এ নিয়ে শঙ্কায় রয়েছেন কৃষকরা।

একে একে পাটকল বন্ধ হওয়া এবং পাট ব্যবসায়ীদের বিপুল অর্থ বিজেএমসির কাছে পাওনা থাকায় এ শঙ্কা দেখা দিয়েছে। দামুড়হুদায় লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে ৬৭০ হেক্টর বেশি জমিতে পাটের চাষ হয়েছে। অন্য বছরের চেয়ে ফলনও বেশি হবে বলে আশা করছেন কৃষকেরা।

তবে সম্প্রতি পাটকল বন্ধের ঘোষণায় দুশ্চিন্তার ছাপ দেখা দিয়েছে চাষিদের কপালে। পাটের দাম, নিজের স্বপ্ন, বিনিয়োগের টাকা ফেতর পাওয়াসহ নানা দ্বিধায় হতাশায় ভুগছেন তারা। কৃষকদের সাথে কথা বলে জানা গেছে, গত বছর পানির অভাবে পাট পচানোতে অনেক বেগ পেতে হয়েছে। তারপরেও বিগত কয়েক বছর পাটের ফলন ও দাম ভালো পেয়েছেন কৃষকেরা।

তাই লাভের মুখ দেখতে এ বছর দামুড়হুদা উপজেলায় আবাদের পরিমাণও বেড়েছে। এ ছাড়াও চলতি মৌসুমে আশানুরূপ বৃষ্টি হওয়ায় পাট কাটা ও পাট ডোবানো নিয়ে এখন পর্যন্ত কোনো সমস্যার কথা শোনা যায়নি। খুব অল্প সময়ের মধ্যেই বাজারে পাট বিক্রি শুরু হবে। তবে এবার দাম পাওয়া নিয়ে কৃষকেরা রয়েছেন সংশয়ে।

উপজেলার পারকৃষ্ণপুর-মদনা ইউনিয়নের মদনা গ্রামে নুর বক্সের ছেলে কাউছার আলী, আবুল হোসেনের ছেলে মিজানুর রহমান, হাজী আব্দুল ওহাবের ছেলে আরিফুল ইসলাম ও পারকৃষ্ণপুর গ্রামের মকছেদ আলীর ছেলে জামাত আলী জানান, পাটচাষে ব্যাপক খরচ।

এক বিঘা পাটচাষ করতে প্রথমে চারটি চাষ দিতে হয়। এতে খরচ হয় ১ হাজার ২০০ টাকা, পাটের বীজ কিনতে ২০০ টাকা, দুইটা সেচ দিতে এক হাজার টাকা, তিনবার সার দিতে খরচ হয় ১ হাজার ৮০০ টাকা, বিঘাপ্রতি নিড়ানি দিতে ১০ জন দিনমজুর লাগে। তার খরচ ২৫০ টাকা দরে ২ হাজার ৫০০ টাকা, পাট কাটা শ্রমিক লাগে বিঘাপ্রতি চারজন, যার দাম ১ হাজার টাকা, পাটগুলো আঁটি বাঁধতে দুইজন শ্রমিকের ৫০০ টাকা, পাটের আঁটি বহন করতে শ্রমিক লাগে তিনজন, যার মূল্য ৭৫০ টাকা, বহন

খরচ এক হাজার টাকা, পাট জাগ দিতে চারজন শ্রমিকের মূল্য এক হাজার টাকা, কাঁচা লেবার ছয়জন, যার মূল্য ১ হাজার ৫০০ টাকা ও পাট শুকাতে চারজন শ্রমিক লাগে, যার মূল্য এক হাজার টাকা এবং পাট শুকানোর পর আড়তে নেয়া খরচ ১০০ টাকা। এক বিঘা পাট চাষে পর্যায়ক্রমে মোট খরচ হয় প্রায় ১৩ হাজার ৫৫০ টাকা। এক বিঘা জমিতে পাট উৎপাদন হয় ৮-৯ মণ।

দর্শনা পুরনো বাজারের বড় আড়ৎদার আব্দুর রহমান বলেন, ‘বর্তমান বাজারে ১৫-১৬ শত টাকা মণ চলছে। তবে যেভাবে পাটকলগুলো বন্ধ হচ্ছে তাতে করে আমারাও পাট বেচাকেনা নিয়ে চিন্তায় আছি।

বর্তমান মূল্যে অনুযায়ী বিঘাপ্রতি গড় উৎপাদন ৯ মণ এবং ১ হাজার ৬০০ টাকা হারে দাম ধরা হলে এক বিঘা পাট বিক্রি হয় ১৪ হাজার ৪০০ টাকা। একজন কৃষক মাথার ঘাম পায়ে ফেলে বিঘাপ্রতি পাট চাষে খরচ-খরচা বাদ দিয়ে লাভ হচ্ছে ৮৫০ টাকা। যদি পাটের মূল্য বা উৎপাদন কম হয় তাহলে তো লোকসানের খাতায়। এরপরও এ দেশের কৃষকেরা তাদের মাঠে অর্থকারী ফসলের চাষ করে মনের সান্ত্বনা নিয়ে বেঁচে আছেন।

দামুড়হুদা উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা মনিরুজ্জামান জানান, চলতি মৌসুমে ৬ হাজার ২৮৫ হেক্টর জমিতে পাটচাষের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হলেও সেখানে চাষ হয়েছে ৬ হাজার ৯৫৫ হেক্টর। ফলে লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী ৬৭০ হেক্টর জমিতে বেশি পাটচাষ হয়েছে।

চুয়াডাঙ্গার জীবননগরে যুবকের ঝুলন্ত লাশ উদ্ধার

চুয়াডাঙ্গার জীবননগরে মাসুদ রানা (২০) নামের এক যুবকের ঝুলন্ত লাশ উদ্ধার করেছে।

শুক্রবার সকালে উপজেলার বাঁকা ইউনিয়নের বাঁকা মাঠপাড়া গ্রামে ওই যুবকের ঝুলন্ত লাশ তার ঘর থেকে উদ্ধার করা হয়েছে। নিহত যুবক মাসুদ রানা উপজেলার বাঁকা মাঠপাড়া গ্রামের চেয়ারম্যান পাড়ার সৈয়দ হোসেনের ছেলে।

পরিবার সূত্রে জানা গেছে, মানসিক বিকারগ্রস্থের কারণে রাতে নিজ ঘরে সিলিং ফ্যানের সাথে গলায় ফাঁস দিয়ে আত্মহত্যা করেছে। এ ঘটনায় থানায় একটি অপমৃত্যুর মামলা হয়েছে।

নিহত মাসুদ রানার চাচাতো ভাই মহিদুল ইসলাম জানান, বৃহস্পতিবার রাতে প্রতিদিনের মত পরিবারের লোকজনের সাথে খাওয়া-দাওয়া শেষে নিজ ঘরে শুয়ে পড়ে। কিন্তু শুক্রবার সকাল ৯টার দিকে মাসুদের ঘুম থেকে উঠতে দেরি দেখে পরিবারের লোকজন তাকে ডাকাডাকি করতে থাকে। ঘর তার কোন সাড়া না পাওয়ায় দরজার ফাঁক দিয়ে ভিতরে তাকিয়ে দেখে ঘরের সিলিং ফ্যানের সাথে তার মরদেহ ঝুলছে।

এ অবস্থায় ঘরের দরজা ভেঙে স্থানীয়দের সহয়তায় তার মরদেহ উদ্ধার করা হয়। আত্মহত্যার কারণ জানতে চাইলে সে বলে আমরাও ঠিক কোন কারণ বুঝতে পারছি না। তবে মাসুদ ছোটবেলা থেকেই একটু মানসিক রোগী ছিল। কারণে অকারণেই হুটহাট রেগে যেত, খিটখিটে মেজাজের ছিলো।

জীবননগর থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) সাইফুল ইসলাম বলেন, গলায় ফাঁস দিয়ে আত্মহত্যার ব্যাপারে থানায় একটি অপমৃত্যু মামলা হয়েছে।

আলমডাঙ্গায় বন বিভাগের ১৩ হাজার চারা ক্ষতির আশংকা

বঙ্গবন্ধু শেখ মজিবর রহমানের জন্মশত বার্ষিকী “মুজিব বর্ষ” উৎযাপন উপলক্ষ্যে আলমডাঙ্গা উপজেলা বন বিভাগ বৃক্ষরোপণ ও চারা বিতরণের যে কর্মসূচি নিয়েছিলেন সেটা ভারী বর্ষণের কারণে ভেস্তে যেতে বসেছে।

দীর্ঘ কয়েকদিন যাবৎ বৃষ্টির কারণে বন বিভাগের সীমানায় হাটু পানি বেঁধে গেছে। পানি বাঁধার কারণের প্রায় ১৩ হাজার বনজ, ফলজ ও ঔষধী চারা নষ্ট হতে চলেছে। দ্রুত পানি নিষ্কাশন না করলে উৎপাদিত চারা গুলো মারা যাবে বলে ধারন করা হচ্ছে।

উপজেলা বন বিভাগের কর্মকর্তা আব্দুল মান্নান জানান, মুজিব বর্ষ

উপলক্ষে বন বিভাগ থেকে ২০ হাজার চারা রোপণ ও বিতরণ করা হবে। এর মধ্যে ৭ হাজার চারা বিতরণ করা হয়েছে ।

পর্যায়ক্রমে আরও ১৩ হাজার চারা রোপণ ও বিতরণ করা হবে। সে দিক মাথায় রেখে চারা উৎপাদনের কাজ করছিলাম। কিন্তু দীর্ঘ কয়েকদিন যাবৎ ভারী বন বিভাগের এলাকায় এক হাটু পানি বেধে গেছে। এখন চারা গুলো পানির উপর ভাসছে।

এমন অবস্থায় থাকলে উৎপাদিত চারা মারা যেতে পারে। দ্রুত পানি নিষ্কাশন করতে পারলে অথবা মাটি দিয়ে ভরাট করলে চারাগুলোকে বিতরণ করা যেত।

আলমডাঙ্গা উপজেলা বন বিভাগের দায়িত্ব প্রাপ্ত কর্মকর্তা শাকিল পারভেজ জানান, বৃষ্টির জন্য চারা বিতরণ রোপণ কাজ বন্ধ আছে। বন বিভাগের ভেতর পানি বাঁদার কারণে চারা উৎপাদন করা সম্ভব হচ্ছে না।

পানি বেঁধে থাকলে বাকি চারা মারা যাবে। তাই উর্দ্ধোতম কর্মকর্তাদের সুদৃষ্টি দেওয়ার জন্য অনুরোধ করছি।

আলমডাঙ্গায় পৃথক অভিযানে মদ ও গাঁজাসহ ২ জন আটক

আলমডাঙ্গার আসমানখালী ক্যাম্প পুলিশ মাদক বিরোধী অভিযান চালিয়ে ২০০ গ্রাম গাঁজাসহ ১ মাদক ব্যবসায়ীকে আটক করেছে। গতকাল শুক্রবার দুপুরে অভিযান পরিচালনা করে সাহেবপুর মোড় থেকে তাকে আটক করে পুলিশ। আটককৃত মাদক ব্যবসায়ী বগাদী গ্রামের মৃত সাহাদাৎ হোসেন ছেলে সাইফুল ইসলাম।

পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, বেশ কিছুদিন ধরে সাইফুল মাদক ব্যবসা করে আসছে। প্রতিদিন বিভিন্ন জায়গায় সে মাদক হাত বদল করে। গতকার একটি গোপন তথ্য আসে যে সাইফুল গাঁজার বিক্রি করবে। ওৎ পেতে থাকা পুলিশ তাকে আটক করে। তার দেহ তল্লাশি করে ২০০ গাঁজা উদ্ধার করা হয়। মাদক ব্যবসায়ী সাইফুলের বিরুদ্ধে মাদক মামলা হয়েছে।

এদিকে মুন্সিগঞ্জ ক্যাম্প পুলিশ অভিযান চালিয়ে ৫ লিটার চোলাই মদসহ এক জন আটক করেছে। গতকাল শুক্রবার সন্ধ্যার সময় ক্যাম্পের আইসি এসআই আছের আলী এএসআই ইলিয়াস সঙ্গীয় র্ফোস নিয়ে পিটিআই মোড়ে অভিযান পরিচালনা করেন।

এ সময় চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলার হাসপাতাল পাড়ার মৃত বিশ্বনাথের ছেলে শান্তকে ৫ লিটার চোলাই মদসহ আটক করা হয়। তার বিরুদ্ধে মামলার প্রস্তুতি চলছে বলে জানা গেছে।

আলমডাঙ্গায় করোনা উপসর্গে আরও একজনের মৃত্যু

আলমডাঙ্গায় করোনা উপসর্গ নিয়ে আরও একজনের মৃত্যু হয়েছে। শুক্রবার রাত সাড়ে ৮ টার দিকে তিনি চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালের করোনা ইউনিটে চিকিৎধীন অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেন। এ নিয়ে আলমডাঙ্গায় করোনায় পাঁচজন মারা গেলেন।

নিহত আনজের আলী (৬৫) আলমডাঙ্গার কুমারী ইউনিয়নের দূর্গাপুর গ্রামের মৃত মোহাম্মদ আলীর ছেলে। তিনি বেশ কয়েকদিন ধরে জ্বর ও শ্বাসকষ্টে ভুগছিলেন। গত পরশু তাকে চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালের করোনা ইউনিটে ভর্তি করে চিকিৎসা দেওয়া হচ্ছিল।

আলমডাঙ্গা উপজেলা স্বাস্থ্য কর্মকর্তা ডাক্তার হাদি জিয়া উদ্দিন জানান, মৃত আনজের আলী করোনা উপসর্গ নিয়ে চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ছিলেন। রাতে তিনি মারা যান। তার নমুনা সংগ্রহ করা হয়েছে।

দূর্গাপুর গ্রামে ইসলামী ফাউন্ডেশনের উদ্যেগে সরকারি নিয়ম মেনে তাকে সমাধিস্থ করা হবে বলে তিনি জানান।

হাটুপানিতে বিদ্যালয়, চরম দুর্ভোগে ৯টি পরিবার

গত ২৫ দিনেরও বেশি সময় ধরে বামন্দী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় সহ আশেপাশের ৯টি পরিবারের অন্তত অর্ধশতাধিক মানুষ পানি বন্দি হয়ে পড়েছে। বসত বাড়ির আঙ্গিনা ডুবে থাকায় স্বাভাবিক চলাচলেও ঘটছে ব্যাঘাত। বড়দের চেয়ে বেশি বিপাকে পরিবার গুলোর শিশু সদস্যরা।

ইচ্ছা করলেই ঘর থেকে নামতে পারছে না। পানি বন্দি পরিবার গুলোর ভোগান্তি দুর করতে মেহেরপুর জেলা প্রশাসকের সাথে যোগাযোগ করা হলে তিনি দ্রুত পানি নিষ্কাসনের ব্যবস্থা নেওয়ার নির্দেশ দিলেও বাধ সাধছে বামন্দী নিশিপুর স্কুল এন্ড কলেজের অধ্যক্ষ।

মেহেরপুর জেলায় বন্যার প্রভাব না থাকলেও অন্যান্য বছরের তুলনায় এবারে স্বাভাবিক বৃষ্টিú◌াতের চেয়ে কয়েক গুন বেশি বৃষ্টিপাত হওয়ায় বিভিন্ন এলাকায় দেখা দিয়েছে জলাবদ্ধতা । গাংনী উপজেলার ৩০ নং সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়টির চর্তুরদিকে এখন হাটুপানিতে থৈ থৈ করছে। এভাবে বৃষ্টিপাত হতে থাকলে পানি উঠে যাবে স্কুলের মেঝেতে। পানি নিষ্কাশন ব্যবস্থা না থাকায় দীর্ঘায়িত হচ্ছে জলাবদ্ধতা ।

পানিবন্দি পরিবার গুলো মুক্তিচান জলাবদ্ধতা থেকে। সড়কের পাশ দিয়ে পানি নিষ্কাশন ব্যবস্থা না রেখে অপরিকল্পিতভাবে মার্কেট নির্মান করে সামনের জায়গা ভরাট করে রাখায় পানি বের হচ্ছে না। ভুক্তভোগী পরিবার গুলোর পয়নিস্কাশন ব্যবস্থা উন্নত না থাকায় সেগুলো ডুবে গিয়ে ময়লা বের হয়ে মিশে গেছে পানিতে। যার ফলে পানিবাহিত রোগে অনেকের পায়ে ক্ষত সৃষ্টি হচ্ছে।

পানি বন্দি হয়ে পড়া গৃহিণী রোকেয়া বলেন, এতদিন হয়ে গেল আমাদের যে কষ্ট তা কেউ দেখেনি বাধ্য হয়ে এই হাটু পানির মধ্যেই চলাফেরা করতে হচ্ছে।

গত বৃহস্পতিবার বিকেলে মেহেরপুর জেলা প্রশাসক ড. মোহাম্মদ মুনসুর আলমের নির্দেশে বামন্দী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়টি সহ আশেপাশের পানি নিষ্কাশনের জন্য গাংনী উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা ঘটনাস্থল পরির্দশন করে পানি নিষ্কাশনের জন্য ভুক্তভোগীর নির্দেশ প্রদান করেন। সে অনুযায়ী ভুক্তভোগীরা নিজ অর্থায়নে পানি নিষ্কাশন ব্যবস্থা করে। কিন্তুু বাধ সাধে বামন্দী নিশিপুর স্কুল

এন্ড কলেজের অধ্যক্ষ।

এ বিষয়ে তার কাছে জানতে চাইলে তিনি বলেন, স্কুল মার্কেটের সামনে দিয়ে ড্রেন করে পানি বের করলে চরম ক্ষতি হয়ে যাবে। তাহলে কি মানুষ পানি বন্ধি হয়ে থাকবে? এমন প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন পানিতে ডুবলে আমার কিছুই করার নেই আমি মার্কেটের সামনে দিয়ে পানি বের হতে দেব না।

বিষয়টি তাৎক্ষণিক জেলা প্রশাসককে অবহিত করা হলে তিনি বলেন, সকলের সমন্বয়ে জলাবদ্ধতা নিরসন করা হবে।

এখন ছোট চোরকে ধরতে বড় চোরের সম্মতি নিতে হবে: হাবিব উন নবী সোহেল

সরকারি-বেসরকারি হাসপাতালে অভিযানের আগে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের অনুমতির বিষয়টিকে ‘ছোট চোর ধরতে বড় চোরের সম্মতি’র সঙ্গে তুলনা করেছেন বিএনপির যুগ্ম মহাসচিব হাবিব উন নবী খান সোহেল।

শুক্রবার দুপুরে এক স্মরণ সভায় ঢাকা মহানগর দক্ষিণ বিএনপির এই সভাপতি বলেন, ‌‌রাতের অন্ধকারে জনগণের ভৌতিক ভোটের বাক্স চুরি করে যারা ক্ষমতায় বসেছেন কত নির্লজ্জ তারা দেখেন, এই করোনার মহামারির সময়েও তারা আইন করেছেন যে, স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের বিভিন্ন জেলায় যেসব হাসপাতাল আছে, সেখানের চোরগুলোকে ধরতে হলে সেই স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের অনুমতি নিতে হবে। অর্থাৎ ছোট চোরকে ধরতে হলে বড় চোরের অনুমতি নিতে হবে।

নয়া পল্টনে বিএনপির কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের নিচতলায় ‘গণতন্ত্র পুনরুদ্ধার আন্দোলন’ নামক সংগঠনের উদ্যোগে সদ্য প্রয়াত জাতীয়তাবাদী স্বেচ্ছাসেবক দলের সভাপতি শফিউল বারী বাবু ও বিএনপির সহ-সাংগঠনিক সম্পাদক আবদুল আউয়াল খানের স্মরণে এই দোয়া ও আলোচনা সভা হয়।

আলোচনা সভার পর বিশেষ মোনাজাত করেন উলামা দলের সদস্য সচিব অধ্যক্ষ মাওলানা নজরুল ইসলাম তালুকদার।

শফিউল বারী বাবুকে স্মরণ করে বিএনপি যুগ্ম মহাসচিব আরও বলেন, এমনি একটি লুটেরা সরকারের বিরুদ্ধে যে লড়াই অসমাপ্ত রেখে গেছেন শফিউল বারী বাবু, সেই লড়াইকে আমরা যারা তার সহযোদ্ধারা আছি-এক এবং ঐক্যবদ্ধ হয়ে ঐক্যবদ্ধভাবে মোকাবিলা করে এই সরকারের পতন ঘটাবো এবং শফিউল বারী বাবু ও আবদুল আউয়াল খানের অসমাপ্ত লড়াইকে সমাপ্ত করেই আমরা তাদের স্মৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানাবো।

সূত্র- বিডি-প্রতিদিন

সরকার পরিকল্পিতভাবে চামড়া শিল্পকে ধ্বংস করছে : রিজভী

সরকার অন্য কোন দেশের চামড়া শিল্প বিকাশ সাধনের জন্য নিজ দেশের চামড়া শিল্পকে পরিকল্পিতভাবে ধ্বংস করছে বলে অভিযোগ করেছেন বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভী আহমেদ। আজ শুক্রবার সকালে কুড়িগ্রামে তার নিজ বাসভবন থেকে ভার্চুয়াল সংবাদ সম্মেলনে তিনি এসব কথা বলেন।

রিজভী আহমেদ বলেন, যে সরকার দিনের বেলা ভোট করতে ভয় পায়, রাতের বেলা ভোট করে সে সরকার মানুষের কল্যাণে কাজ করবেনা সেটাই স্বাভাবিক। এবার আমরা দেখেছি কোরবানির চামড়া নিয়ে তেলেসমাতি। কোরবানির পশুর চামড়া বিক্রি না হওয়ায় আবারও প্রমাণিত হয়েছে এই সরকার গরিব অসহায় এতিমদের পিষে মারছে।

সরকার ট্যানারি মালিকদের কোনো রকম সহযোগিতা করনি। ঋণ না দেওয়ায় ট্যানারি মালিকরা চামড়া ক্রয় করেনি। সরকার পরিকল্পিতভাবে চামড়ার শিল্পকে ধ্বংস করছে। এর উদ্দেশ্য হল অন্য কাউকে, অন্য কোন দেশকে চামড়া শিল্প বিকাশ সাধনের জন্য দেশের চামড়া শিল্পকে ধ্বংস করার উদ্যোগ নিয়েছে।

তিনি আরও বলেন, মানুষ চামড়া বিক্রি করতে না পেরে নদীতে, রাস্তায়, বা মাটির নিচে পুঁতে রাখছে। প্রতি বছর কোরবানির পশুর চামড়া বিক্রি করে গরিব এতিমদের খরচ জোগানো হত। এবার তা হয়নি। গরিব অসহায়দের বঞ্চিত করা হয়েছে । তাদের হক আদায় করা হয়নি। সরকারের গণবিরোধী নীতির কারণেই চামড়া শিল্প ধ্বংস হচ্ছে।

সূত্র- বিডি-প্রতিদিন

মুজিবনগরে জমিজমা সংক্রান্ত হামলার ঘটনায় মামলা দায়ের

মেহেরপুরের মুজিবনগরে সরকারি বরাদ্ধ কৃত খাস জমি জোর পূর্বক দখল নিতে বর্গাচাষিকে রক্তাক্ত জখম করায় মামলা দায়ের করেছে জমির বর্গাচাষী ঈসরাফিল শেখ গতকাল মেহেরপুর জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট ২য় আমলী আদালতে এ মামলা দায়ের করেন তিনি।

বাংলাদেশ পেনাল কোড অনুযায়ী ৪৪৭/৩২৪/৩২৬/৪২৭/৩০৭ ও ৫০৬ ধারায় সিরাজ,রমজান পিতা মৃত হামিউজুদ্দীন, সেলিম পিতা সিরাজ, গ্রাম সোনাপুর ইব্রী খরসানি,আজমত খরসানি,আ:মজিদ পিতা মৃত ঠান্ডু খরসানি, আকবর পিতা ঠান্ডু গ্রাম মাঝপাড়া মুজিবনগর মেহেরপুর ৭ জনের নামে মামলা দায়ের করেছে উক্ত মামলায় মাঝপাড়া গ্রামের ৮ জনকে ঘটনটর সাক্ষী হিসাবে দেখানো হয়েছে।

বাদি ঈসরাফিল জানান খাস জমির দাতা হিসাবে গনপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের পক্ষে মুজিবনগর সহকারি কমিশনার (ভূমি) মাঝপাড়া মৌজার ১ নং খতিয়ানে ৬১৬ দাগে ০.০৯০০ একর জমি আমার বোন আসমা খাতুন এর নামে এবং একই খতিয়ানে ও দাগে ০.১০০০ একর জমি আমার বড় ভাবি সাহিদা খাতুন কে জমিটি ৯৯ বছরের জন্য ১১/০৪/১৭ সালে মুজিবনগর সাব রেজিস্টার সাদিকুল ইসলাম তালুকদার ও মুজিবনগর উপজেলার সাবেক নিবাহী অফিসার সহকারি কমিশনার ভূমি হেমায়েত উদ্দীন, রেজিস্ট্রেশন করে দেয়।

পরে আসমা খাতুন ও সাহিদা খাতুন রেজিস্ট্রেশন কৃত জমি নিজ নিজ

নামে নামে ১১/০৯/১৭ সালে নাম খারিজ করে নেই যার হোল্ডিং নং ৮২৫ ও ৮২৬ বাদি ঈসরাফিল তার আরজিতে উল্লেখ করেছেন যে আসামিগন দুর্দান্ত,দুর্ধর্ষ,দাঙ্গাবাজ,খুনি প্রকৃতির উক্ত জমি নিয়ে আসামিদের সাথে তাদের পৃর্বের বিরোধ রয়েছে উক্ত জমি তিনি দীর্ঘ ৪০/৪৫ বছর যাবৎ তার পিতার আমল থেকে ভোগ দখল করে আসছে।

ঘটনার দিন সে ও তার ছেলে জমিতে রোপন কৃত সিম ও পটল গাছে সেচ দিচ্ছিল এ সময় আসামীগন জমিটি জোর পৃর্বক দখল করার জন্য আমাদের উপর হামলা করে এবং আমাকে খুন করার উদ্যেশ্যে আসামী সিরাজ হাত থাকা ফালা দিয়ে আমার পেট ও বুকের মাঝে আঘাত করে মারাত্মক জখম করে এবং রমজান লোহার রড দিয়ে বাম হাতে আঘাত করে এতে আমার বাম হাতের হাড় ভেঙ্গে যায় আমার ছেলে মফিজুল আমাকে বাঁচতে আসলে ১/২/৩ আসামী লোহার সাবল দিয়ে মাথায় আঘাত করে।

মফিজুলের চিৎকার শুনে আমার ভাই ছুটে আসলে আসামীরা আমার ভাইকেও লোহার রড ও লাঠি দিয়ে আঘাত করে আমাদের চিৎকারে মাঠের কর্মরত সাক্ষিরা ছুটে আসলে আসামীরা পালাইয়া যায় তখন সাক্ষীরা আমাদের উদ্ধার করে মুজিবনগর স্বাস্হ্য কমপ্লেক্স এ প্ররণ করে। এই নিয়ে আমি কোন প্রকার মামলা মোকদ্দমা করলে আসামীরা আমাকে খুন জখমের হুমকী দিচ্ছে আমি এর বিচার প্রার্থী।

উল্লেখ্য যে গত শুক্রবার মুজিবনগর উপজেলার বাগোয়ান ইউনিয়নের মাঝপাড়া গ্রামের তালতলা নামক মাঠে সরকারি বন্দোবস্তকৃত জমিতে জমির বর্গাচাষী ঈসরাফিল ও তার ছেলে মফিজুল জমিতে রোপন কৃত সিম ও পটল গাছে পানি দিতে গেলে মাঝপাড়া ও সোনাপুর গ্রামের কতিপয় ব্যক্তি বন্দোবস্তকৃত জমি জোর পৃর্বক দখল করার উদ্যেশ্যে তাদের উপর হামলা করে রক্তাক্ত জখম করে।

পরে তাদের উদ্ধার মুজিবনগর স্বাস্হ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে আসে আহত ঈসরাফিলের আঘাত গুরুতর হওয়ায় কর্তব্যরত ডাক্তার প্রথমে মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতাল পরে কুষ্টিয়া মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে রেফার্ড করে এবং মফিজুলের মাথায় ৫টি সেলায় দিয়ে হাসপাতালে ভর্তিরাখা হয়।

সরকার হটানোর দিবাস্বপ্ন দেখছে কেউ কেউ : ওবায়দুল কাদের

আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক এবং সড়ক পরিবহন ও সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের বলেছেন, সাবেক সেনা কর্মকর্তা মেজর সিনহা রাশেদের মর্মান্তিক ঘটনাকে ঘিরে কেউ কেউ দুই বাহিনীর মধ্যে উস্কানি দেয়ার অপচেষ্টা চালাচ্ছে। জনগণ এবিষয়ে সচেতন রয়েছে বলেও জানান তিনি। এধরণের ঘটনাকে ইস্যু করে সরকার হটানোর মতো দিবাস্বপ্ন দেখছে কেউ কেউ।

তিনি আজ শুক্রবার সকালে সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের খুলনা সড়ক জোন, বিআরটিএ ও বিআরটিসির কর্মকর্তাদের সাথে ভিডিও কনফারেন্সে মতবিনিময় সভায় একথা বলেন। ওবায়দুল কাদের বলেন, একটি অশুভ চক্র নানান ইস্যুতে গুজব রটনা ও অপপ্রচারে লিপ্ত। শেখ হাসিনা সরকারের শেকড় এদেশের মাটির অনেক গভীরে, গুজব রটিয়ে লাভ হবে না।

সিনহা হত্যা বিষয়ে সরকার অত্যন্ত আন্তরিক রয়েছে উল্লেখ করে তিনি আরও বলেন, ইতিমধ্যে আইনগত প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে, সুষ্ঠু তদন্তের মাধ্যমে প্রকৃত ঘটনা উদঘাটনে তদন্ত কমিটি কাজ করছে। এঘটনায় ইতিমধ্যে অনেককে গ্রেফতার করা হয়েছে। গুজব রটনা এবং সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে অপপ্রচার বন্ধে দেশ-বিদেশে সংশ্লিষ্টদের সতর্ক থাকার আহ্বান জানান ওবায়দুল কাদের।

এসময় মন্ত্রী মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ সকল দপ্তর ও সংস্থার কর্মরতদের উদ্দেশ্যে বলেন, পদোন্নতি, পদায়নের ক্ষেত্রে জ্যেষ্ঠতার পাশাপাশি পারফরম্যান্স কেও মূল্যায়ন করা হবে। ভাল কাজ করলে পুরস্কৃত করা হবে এবং মন্দ কাজের জন্য তিরস্কারসহ চাকরিবিধি অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

বিশ্বের বিভিন্ন দেশে করোনার সংক্রমণ নতুন করে দেখা দিয়েছে জানিয়ে ওবায়দুল কাদের বলেন, দেশে এ সপ্তাহে নমুনা পরীক্ষা বাড়ার সাথে সাথে সংক্রমণের হারও বেশি দেখা যাচ্ছে। তাই মাস্ক পরিধানসহ স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলার ক্ষেত্রে কোন ধরনের শৈথিল্য দেখালে চলবে না।

সূত্র- বিডি-প্রতিদিন